চেক আউটের জন্য সুজয় নিচে রিসেপশনে ফোন করে। রিসেপশনের লোকটি জানায় মুম্বাই-পুনে এক্সপেসওয়েতে বৃষ্টিতে যানজটে বেঁধে আছে গাড়ি। সে এও বলে যে সুজয় আজকের রাতটা গেস্ট হাউসে কাটিয়ে দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এমনিতেই সে দিনের পুরো ভাড়া পে করে দিয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হোটেল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

প্রথমবার রাত তিনটেয় মুম্বাই-পুনে এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ি চালায় অভিজ্ঞতা। ঝিরঝির বৃষ্টিতে খুব খারাপ লাগে না। রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা বিশেষ কম নয়। এক্সপ্রেসওয়ের রাতের যে ছবি অভিজ্ঞতা কল্পনায় এঁকেছিল তার চেয়ে বাস্তবের ছবি অনেক আলাদা। যানবাহনের সংখ্যা আরও বেশি হতে থাকে খান্ডালার কাছে। সুজয় বলে, "হোটেলের লোকটি ঠিকই বলেছে মনে হচ্ছে। আমরা বোধ হয় এবার আটকে যাব।"

সত্যিই আটকে গেল অভিজ্ঞতার লাল রঙের ব্রিও খান্ডালা এক্সিটের কাছে। একটা অয়েল ট্যাংকার উল্টে যাওয়াতে রীতিমত যানজট তৈরি হয়েছে। পুলিশ দু'দিকের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে রেখেছে। গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুরোনো হাইওয়ের দিকে। অনেক গাড়ি ওদিকে ঘুরে যাওয়ায় ওদিকেও ভিড়। তাছাড়া ওল্ড ন্যাশানাল হাইওয়ে অভিজ্ঞতার অচেনা। অবশ্য চেনা হলেও অসম্ভব ভিড়ে রাস্তা-ঘাটের দিশা পাওয়াও মুশকিল হত। হয়ত প্রয়োজনও নেই চেনার। সামনের গাড়ির পেছনে সেঁটে গিয়ে পেছনের গাড়ি চলে।

কয়েক কিলোমিটার চলার পর সামনে আর একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যায় একটা অলটোর সঙ্গে একটা মোটরবাইকের। স্পীড না থাকায় বিশেষ ক্ষতি হয়নি কারও। অভিজ্ঞতা তাড়াতাড়ি কোনওভাবে তার ব্রিও বের করে নেয় চেঁচামিচির মধ্যে থেকে। আরও বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়িঘোড়ার ব্যবধান বাড়ে। হাঁফ ছাড়ে অভিজ্ঞতা। ভোর ছ'টা নাগাদ অভিজ্ঞতার ব্রিও পানভেলের কাছে পালাম্বোলিতে এক্সপ্রেসওয়ে নেয়।

এতক্ষণ সুজয় কোনও কথা বলেনি। এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার পর বলল, "বাড়ির কাগজপত্র তোমাকে দিয়ে দিতে চাই।"

"মুম্বাইতে কোথায় তুমি ফ্ল্যাট নিয়েছ?"

"ব্যান্ড্রাই।" সুজয় বলে, "বাড়ির কাগজগুলো আমি আমার ফ্ল্যাটেই রেখেছি। এলে দিতে পারতাম।"

"আজ না। খুব ক্লান্ত। আজ তোমাকে ড্রপ করে দিয়ে বেরিয়ে যাব। আমার বিজনেসের কাজ রয়েছে।"

সুজয় অভিজ্ঞতাকে গাইড করতে থাকে মাউন্ট মেরী হিলের দিকে। মাউন্ট মেরী রোড ব্যান্ড্রা ওয়েস্টে। সুজয়ের সোসাইটিতে পৌঁছতে আরও আধ ঘন্টা লেগে যায়। গাড়ি থেকে নেমে সুজয় জিজ্ঞেস করে কখন অভিজ্ঞতাকে সে পেপারগুলো দিতে যাবে। অভিজ্ঞতা কয়েক সেকেন্ড ভেবে

নেয়। সুজয় বলেছে মা তাঁর সম্পত্তি অভিজ্ঞতাকে দিয়েছেন। এটা ভুল কথা। গিফট ডিড ছাড়া সম্পত্তির হ্যান্ডওভার সম্ভব নয় আর ডিড রেজিস্ট্রেশনের জন্য অভিজ্ঞতার সই-এর প্রয়োজন। তার মানে সুজয় নিশ্চয় বোঝাতে চেয়েছে মা উইল বানিয়ে গেছেন। *উইল —উইল—আমার একবার দেখা দরকার কিভাবে কি লেখা আছে সেই উইল।* কিন্তু এব্যাপারে সে সুজয়কে কিছু জিজ্ঞেস করতে দ্বিধা বোধ করে। অভিজ্ঞতা হঠাৎ তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে। বলে, "চলো, আমি আসছি।"

উঠে যায় ওরা একুশ তলা টাওয়ারের উনিশ তলায়। সেখানে সুজয়ের তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট। উডেন ফ্লোরের বিশাল বড় হলঘর ডাইনিং এরিয়া ও অফিস রুমের সঙ্গে। হলঘর থেকেই চোখে পড়ে যায় বড় গ্র্যানাইট প্ল্যাটফর্মের মডুলার কিচেনের স্টোরেজ ক্যাবিনেটের ওপর। হলঘরের বারান্দা থেকে মনোরম সমুদ্রের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সুজয় অভিজ্ঞতাকে হলঘরে বসতে বলে জিজ্ঞেস করে অভিজ্ঞতা চা বা কফি নিয়ে ফ্রেশ হতে চায় কিনা। অভিজ্ঞতা জানায় তার কোন প্রয়োজন নেই। সুজয় ভেতরে যায় পেপার নিয়ে আসতে আর এদিকে অভিজ্ঞতা উঠে হলের ফ্রেঞ্চডোর দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাংক ম্যানেজারের মাইনে দিয়ে এত বিলাসিতা কিছুতেই সম্ভব নয়। আবার সুজয়ের বাড়ির অর্থনৈতিক কাঠামোর বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে সুজয় যে এর চেয়ে আরও বেশি বিলাসিতায় জীবন উপভোগ করতে পারে তা বিশ্বাস করাও অসম্ভব নয়। যদিও সুজয়ের সম্পত্তিতে অভিজ্ঞতার একদমই লোভ নেই তবুও সুজয় পেপারগুলো হলঘরের টেবিলে রেখে পাশে এসে দাঁড়ালে সে তাকে জিজ্ঞেস করে, "এত টাকা কোথায় পেলে?"

"বাবার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম।" দ্বিধা নিয়ে একটু থেমে সুজয় অভিজ্ঞতাকে বলে, "ভেতরে দেখতে পারো।" অভিজ্ঞতার এতটুকু হলেও আগ্রহ বুঝে বলার সাহস পায় সে। সুজয় চলতে শুরু করে আর অভিজ্ঞতা হাঁটে তার পাশে। সুজয় প্রথমে তার বিশাল বাথরুম দেখায় যেখানে বিশাল ফুলবাথে তিনজন একসঙ্গে স্নান করতে পারবে। তারপর সে এক এক করে অভিজ্ঞতাকে বেডরুমগুলোতে নিয়ে যায়। প্রত্যেকটা রুম প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। না কোথাও কোন কিছুর বাহুল্য আছে না কোথাও ঘাটতি। প্রত্যেকটা বেডরুমে রয়েছে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, অ্যাটাচড্ ফুল বাথ ও দেওয়াল জুড়ে ক্লসেট এবং আরও মন ভোলানো জিনিস যা ঘরের অলংকারের মতো কাজ করে।

শেষের বেডরুমের সঙ্গেও আছে বারান্দা যেখানে বসে আরব সাগরের দিকে তাকিয়ে থেকে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়ায় অভিজ্ঞতা। সুজয় দাঁড়ায় পাশে। পনেরো মিনিট কেউ কোনও কথা না বলে কেটে যায়। তারপর সুজয় পাশের সুইং বেডে এসে বসে, অভিজ্ঞতাকে নিঃশব্দ আমন্ত্রণ জানায় পাশে বসার। কিন্তু অভিজ্ঞতা সুজয়ের আমন্ত্রণ বোঝে না।

সে আর এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যেতে চায়। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে রুমের ভেতর দিয়ে আশপাশে চোখ রেখে রেখে। হঠাৎ অভিজ্ঞতা দেখে ডেস্কটপ টেবিলের পাশে একটা ছোট ওয়াল পেন্টিং—অভিজ্ঞতার ছবি যা সে আগে লক্ষ্য করেনি। মনে পড়ে সারা ফ্ল্যাটে এক হলঘরে সোফার উপর মডার্ন ওয়াল পেন্টিং ছাড়া আর কোনও পেন্টিং দেখেনি সে। থমকে দাঁড়ায় অভিজ্ঞতা। ভাবে বাকি সব কোথায় ? মা, বাবা, শ্রাবণ? আর ওই মহিলাটি—যে সুজয়কে তার কাছে এক পরপুরুষ বানিয়ে দিয়েছে? পরপুরুষ! হ্যাঁ, পরপুরুষই তো! পনেরো বছর বাদে পনেরো বছর আগের সেই কাছের মানুষটি আবার তার ঘরে আসছে, কথাবার্তা হচ্ছে নিয়মিত। তাকে অনেক কাছের লাগে কিন্তু কোনমতেই নিজের করে নেওয়া যায় না। রুচি আসে না।

"আমাকে ক্ষমা করে দাও অভিজ্ঞতা।" অভিজ্ঞতা বুঝতে পারেনি সুজয় কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। গলা ধরে গিয়ে নিচে নেমে আসে সুজয়ের।

সরে গিয়ে বেরোতে চায় অভিজ্ঞতা। ওকে ফিরতে হবে।

"আমাকে ক্ষমা করে দাও...," নিজের দু'হাতে অভিজ্ঞতার দু'হাত টেনে নেয় সুজয়। ভেতর থেকে কান্নার চাপে কেঁপে ওঠে সে।

হাত ছাড়িয়ে নিতে চায় অভিজ্ঞতা কিন্তু সুজয় টেনে থাকে ওকে।

"যেতে দাও আমাও।"

"না। প্লীজ..."

"কেন?"

"অন্যায় করেছি আমি। অন্যায় করলেই তো ক্ষমার প্রশ্ন আসে।

"কিছু অন্যায় করোনি। খুশিতে থাকো। এত সুন্দর ঘর তোমার..."

"মনের মতো ঘর আছে, কিন্তু মনের মতো মানুষ নেই। বড় একা আমি। তোমার তো তবু ছেলে আছে।"

ছেলের কথায় অভিজ্ঞতার আবার মনে পড়ে। বলে, "তোমার ঘরে ছেলের কোনও ফটো নেই যে!"

"না নেই। তোমাকে পেলে ছেলে পাব। নাহলে ও কোনোদিনও আমার হবে না।"

অভিজ্ঞতা বলে, "ভুল কথা। ছেলে আমার কাছে বড় হচ্ছে এইমাত্র। তোমারও ছেলেকে কাছে রাখার স্বাধীনতা ছিল! ইন ফ্যাক্ট ছেলেকে ভালমতো মানুষ করার সামর্থ্যও তোমার ছিল। আমাকে সেই সামর্থ্য তৈরি করে নিতে হয়েছে।" শেষের দুটো কথা অভিজ্ঞতা সাগরের অথৈ জলের দিকে তাকিয়ে বলে। ভাব নেই, আবেগ নেই, অশ্রু নেই চোখে। এই সমুদ্র, এই অনন্ত জলরাশি তাকে হাবুডুবু খাইয়েছে, ডুবিয়েছে আবার মন-প্রাণ কেড়ে নিয়ে ফুলে-ফেঁপে ভাসিয়ে দিয়েছে সেই জলেরই উপর।

সুজয় ভাবে ভুল তো তারই। আজ সে একা হয়ে যাওয়ার জন্য আর কেউ না, সে নিজেই দায়ী। ও–ই ওর চলার রাস্তা পরিবর্তন করেছে নতুল রাস্তায় পা রেখে চলবে বলে। অভিজ্ঞতা এমন মেয়ে নয় যার কাছ থেকে ভুলের মাশুল না দিয়ে নিজের দুরবস্থা জাহির করে ভালোবাসা আদায় করা যায়। অভিজ্ঞতার ভালোবাসা পুনরায় আদায় করতে হলে সুজয়ের নিজের সমস্যাকে চিলেকোঠায় তুলে রেখে দিতে হবে। নিজের অন্যায় মেনে অভিজ্ঞতার বর্তমানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে হবে নিজেকে। এছাড়াও অভিজ্ঞতাকে তার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া এতোগুলো বছর ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব! অভিজ্ঞতা আরব সাগরের জলে ডুবে ভেসেছে। মরে গিয়ে বাঁচার জন্য তৈরি করে নিয়েছে তার নতুন ঠিকানা। অনেকখানি ব্যবধানে। সুজয়ের ডোবাই এখনও বাকি। অভিজ্ঞতার নতুন ঠিকানা থেকে সে অনেক দূরে।

অভিজ্ঞতার হাত ছেড়ে দেয় সুজয়। বলে, “চলো, তোমায় নিচে ছেড়ে দিয়ে আসি।

অভিজ্ঞতা না করে না।